FOR GE STUDENT ONIY [2ND SEM]

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 03

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE GENERAL

CLASS - B.A. HONOURS 2ND SEMESTER

GENERIC ELECTIVE [GE] STUDENT

NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – GOOD GOVERNANCE

PAPER - GE -2 GOVERNANCE ; ISSUES AND CHALLENGES [GE2T]

UNIT-4 - Good governance initiatives in india: best practices

SOURCE ;

1) C. Smith, Good Governance and Development, Palgrave, 2007
2). World Bank Report, Governance And Development, 1992
3) মোহিত ভট্টাচার্য ও কাবেরী চক্রবর্তী - সামাজিক তত্ব ও উন্নয়ন।
4) Government to Governance -Kuldeep Mahur .

GOOD GOVERNANCE : initiatives in india

‘সু’ উপসর্গযোগে ‘সুশাসন’ শব্দটি গঠিত হয়েছে। ‘সু’ অর্থ হলো ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সুন্দর, মধুর, শুভ ইত্যাদি।অতএব ‘সুশাসন’ হলো ন্যায়নীতি অনুসারে উত্তমরূপে সুষ্ঠুভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশ বা রাষ্ট্র শাসন। সুশাসন হলো একটি কাক্সিক্ষত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন। সময়ের প্রয়োজনে এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো দেশের শাসন পদ্ধতির বিবর্তন হয়ে থাকে। শাসিতের কাম্য শুধু শাসন নয়, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন- যাকে আমরা সুশাসন বলতে পারি। কোনো দেশে সুশাসন আছে কিনা তা বোঝার জন্য প্রথমে দেখতে হবে সে

দেশে শাসকের বা সরকারের জবাবদিহিতা আছে কি-না এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আছে কি-না। সুশাসন একটি রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। সুশাসনকে এক প্রকার মানদণ্ডও বলা যায় যে মানদণ্ডের সাহায্যে একটি রাষ্ট্র বা সমাজের সামগ্রিক অবস্থা যাচাই করা যায়। যে রাষ্ট্র বা সমাজ যত বেশি সুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয় সেই রাষ্ট্র বা সমাজ ততো বেশি অগ্রগতির দিকে ধাবিত হয়।

একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সুশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সুশাসন হলো একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের কার্যকরী ব্যবস্থা, তবে ব্যবস্থাটি হবে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ জবাবদিহিতামূলক ও ন্যায্য সমতাপূর্ণ।' বিশ্বব্যাংকের ধারণাসূত্রে সুশাসন নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে-

১. সরকারি কাজে দক্ষতা,

২. স্বাধীন বিচারব্যবস্থা,

৩. বৈধ চুক্তির প্রয়োগ,

৪. জবাবদিহিমূলক প্রশাসন,

৫. স্বাধীন সরকারি নিরীক্ষক,

৬. প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধতা,

৭. আইন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ,

৮. বহুমুখী সাংগঠনিক কাঠামো

৯. গণমাধ্যমর স্বাধীনতা।

অপরপক্ষে, পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সুশাসন বলতে গণতান্ত্রিক শাসন ও গণতান্ত্রিক সরকারকে বুঝিয়েছেন। তারা সুশাসনের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো-

সুশাসন হলো অধিকতর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা।

সুশাসনের উপাদানসমূহ (Components of Good Governance)

সুশাসন বলতে সাধারণত কিছু নিয়মনীতিকে বুঝায় যেগুলো সরকারী সংগঠনসমূহের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, নাগরিকদেরকে উদীপ্ত করে, সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং সরকারী-বেসরকারী সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। সুশাসনের প্রধান কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলো দূর্নীতি কমাতে নিশ্চয়তা প্রদান করে। সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাহিদা পূরণের দায়বদ্ধতা সুশাসনের। সুশাসন সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হলে দূর্বল শাসন ব্যবস্থা কি তা জানা প্রয়োজন।

সমাজের মধ্যে সকল খারাপ কাজের অন্যতম মূল কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় দূর্বল শাসন ব্যবস্থাকে। বিশ্বব্যাংকের একটি বইয়ে স্পষ্টভাবে দূর্বল শাসন ব্যবস্থার কিছু লক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলো হলো-

১। সরকারী এবং বেসরকারী কার্যাবলী পৃথকীকরণে ব্যর্থতা।

২। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা।

৩। নির্বাহী আইন নিয়ন্ত্রণ এবং নিবন্ধনের অভাব।

৪। অগ্রাধিকার, অসামঞ্জস্য উন্নয়ন এর ফলে সম্পদের সঠিক বণ্টণ না হওয়া।

৫। অতিমাত্রায় সংকীর্ণ এবং অস্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া।

দূর্বল শাসনব্যবস্থার অন্যান্য লক্ষণগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত ব্যয়বহুল, নিম্নমানের সেবা প্রদান এবং লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা।

সুশাসনের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে -

১। জবাবদিহিতা,

২। অংশগ্রহণ,

৩। আইনের শাসন,

৪। একতা,

৫। মানবাধিকারের প্রতি সম্মান,

৬। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা,

৭। স্বচ্ছতা,

৮। দূর্নীতির অপব্যবহার,

৯। তথ্য অধিকার,

১০। প্রশাসনিক দক্ষতা,

১১। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা: মেধাভিত্তিক সরকারী চাকুরী।

Good Governance in India

"সুশাসন" তুলনামূলকভাবে একটি নতুন শব্দ যা এসেছে 1990 এর দশকে প্রচারের আলোয়। তবে সুশাসনের বিষয়টি নতুন নয় ভারতীয় সমাসমাজে। প্রাচীন ভারতেও এটি লক্ষ করা যায় রাজা বা শাসককে রাজধর্ম ছিল জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা। এমনকি মহাকাব্যগুলিতেও মহাভারত এবং রামায়ণের মতো, শাসকরা সুশাসনের নীতি অনুসরণ করেন। কৌটিল্য রচিত আর্থশাস্ত্র বিখ্যাত কিং মন্ত্রী চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য যার নীতিমালা নিয়ে রাজ্য ও রাজ্য প্রশাসনে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক উপাদান আছে।কৌটিল্যের নীতি হ'লসুরক্ষা, কল্যাণ এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্র এবং তার জনগণের জন্য উপলব্ধি এবং নীতিমালা।কৌটিল্যের সামনে নিয়ে এসেছিল এই শাস্ত্রের সর্বজনীন আবেদন রয়েছে এবং প্রয়োগযোগ্যতা যেহেতু এটি ভিত্তিক মৌলিক নীতির উপর সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং ন্যায়বিচার। ভারত একটি বৈচিত্র্যময় দেশ ভিন্ন জীবনধারা, ভাষা এবং অসংখ্য জনসংখ্যা, আছে। সামাজের বিভিন্ন স্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনগণের পছন্দ ও অপছন্দ, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ধারণা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন ভারতে উপলব্ধ।

সুশাসনের ধারণা হ'ল প্রশাসনের অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা যা জনগণের পক্ষে শাসন করা বোঝায়। য়ার মধ্যে দিয়ে জনগণ কে উন্নত প্রযুক্তি ও পরিষেবা প্রদান করা হয়। যাতে জনগণ, তাদের সমস্যা সমাধান করতে এবং তাদের জীবনকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে পারে।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন নীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র,ধর্মনিরপেক্ষতা, অ-প্রান্তিককরণ এবং মিশ্র অর্থনীতি। মহাত্মা গান্ধী 'রামরাজ্য' নীতির উপর ভিত্তি করে ভারতের পক্ষে সুশাসনের জন্য একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা। স্বাধীনতার পরে, ভারতীয় সংবিধানে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্যতা সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতে সুশাসনের লক্ষ্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এ সুযোগ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সুদক্ষ পরিষেবার বিতরণ করা। গ্রামীণ দিকে সুশাসনের কার্যক্রম,প্রত্যেক নাগরিককে ক্ষমতায়িত করতে হবে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ও প্রশাসনের অংশগ্রহন এর উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।